Sanatan Dharma

ভগবান শ্রী কৃষ্ণ সম্পর্কে কিছু তথ্য

ভগবান শ্রী কৃষ্ণ সম্পর্কে কিছু তথ্য (from 2023)
১) কৃষ্ণের জন্ম : ৫২৫০ বছর আগে
২) জন্ম তারিখ : ১৮ই জুলাই ৩২২৮ বি.সি.
৩) মাস : শ্রাবণ
৪) তিথি : অষ্টমী
৫) নক্ষত্র : রোহিণী
৬) দিন : বুধবার
৭) সময় : 00:00 এ.এম.
৮) শ্রী কৃষ্ণ ১২৫ বছর, ৮ মাস এবং ৭ দিন জীবিত ছিলেন।
৯) মৃত্যু : ১৮ই ফেব্রুয়ারী ৩১০২ বি.সি.
১০) শ্রী কৃষ্ণের ৮৯ বছর বয়সে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।
১১) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৩৬ বছর পর তিনি দেহত্যাগ করেন।
১২) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ মৃগশিরা শুক্লা একাদশী তিথিতে ৮ই ডিসেম্বর ৩১৩৯ বি.সি. শুরু হয়েছিল এবং ২৫শে ডিসেম্বর ৩১৩৯ বি.সি. শেষ হয়েছিল।
২১শে ডিসেম্বর ৩১৩৯ বি.সি. বিকাল ৩টে থেকে ৫টা এর মধ্যে একটি সূর্যগ্রহণ হয়েছিল; যা জয়দ্রথের মৃত্যুর কারণ।
১৩) ভীষ্ম ২রা ফেব্রুয়ারী ৩১৩৮ বি.সি. (উত্তরায়ণের প্রথম একাদশী) মৃত্যুবরণ করেন।
১৪) কৃষ্ণকে এইভাবে পূজা করা হয় :
(ক) কৃষ্ণ কানহাইয়া : মথুরায়
(খ) জগন্নাথ : ওড়িশায়
(গ) বিঠোবা : মহারাষ্ট্রে
(ঘ) শ্রীনাথ : রাজস্থানে
(ঙ) দ্বারকাধীশ : গুজরাটে
(চ) রণছোড় : গুজরাটে
(ছ) কৃষ্ণ : কর্ণাটকের উডুপিতে
(জ) গুরুবায়ুরাপ্পান : কেরোলায়
১৫) জন্মদাতা পিতা : বাসুদেব
১৬) জন্মদাতা মা : দেবকী
১৭) দত্তক পিতা : নন্দ
১৮) দত্তক মা : যশোদা
১৯) বড় ভাই : বলরাম
২০) বোন : সুভদ্রা
২১) জন্মস্থান : মথুরা
২২) স্ত্রী : রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, নাগনাজিতি, ভদ্রা, লক্ষ্মণা।
২৩) কৃষ্ণ তার জীবদ্দশায় মাত্র ৪ জন মানুষকে হত্যা করেছিলেন (i) চানুরা; পালোয়ান; (ii) কংস; তার মামা; (iii) & (iv) শিশুপাল এবং দন্তবক্র; তার

পিসতুতো ভাই।
২৪) জীবন তার কাছে মোটেও ন্যায়সঙ্গত ছিল না। তার মা ছিলেন উগ্রা বংশ থেকে, এবং বাবা যাদব বংশ থেকে, আন্তঃবর্ণ বিবাহ।
২৫) তিনি জন্মকালীন কালো চামড়ার হয়েছিলেন। সারাজীবনে তার নাম করা হয়নি। গোকুল গ্রাম তাকে কালো বলে ডাকতে লাগল; কানহা। কালো, ছোট এবং গৃহীত হওয়ার জন্য তাকে উপহাস করা হয়েছিল এবং উত্যক্ত করা হয়েছিল। তার শৈশব জীবন-হুমকিপূর্ণ পরিস্থিতির সাথে তৈরি হয়েছিল।
২৬) 'খরা' এবং "বন্য নেকড়েদের হুমকি" তাদের ৯ বছর বয়সে 'গোকুল' থেকে 'বৃন্দাবন' - এ স্থানান্তরিত করেছিল।
২৭) তিনি ১০ বছর ৮ মাস পর্যন্ত বৃন্দাবনে অবস্থান করেছিলেন। তিনি মথুরায় ১০ বছর ৮ মাস বয়সে তার নিজের মামাকে হত্যা করেছিলেন। তারপর তিনি তার জন্মদাতা মা ও বাবাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।
২৮) তিনি আর কখনো বৃন্দাবনে ফিরে আসেননি।
২৯) সিন্ধু রাজা কালা যবনার হুমকির কারণে তাকে মথুরা থেকে দ্বারকায় চলে যেতে হয়েছিল।
৩০) তিনি গোমান্তকা পাহাড়ে (বর্তমানে গোয়া) 'বৈনোথেয়া' উপজাতিদের সাহায্যে 'জরাসন্ধ'কে পরাজিত করেন।
৩১) তিনি দ্বারকা পুনর্নির্মাণ করেন।
৩২) তারপর ১৬-১৮ বছর বয়সে বিদ্যা শিক্ষা শুরু করার জন্য তিনি উজ্জয়িনে সন্দীপানীর আশ্রমে চলে যান।
৩৩) তাকে আফ্রিকা থেকে আগত জলদস্যুদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং তার গুরুপুত্র পুনর্দত্তকে উদ্ধার করতে হয়েছিল; যাকে গুজরাটের একটি সমুদ্র বন্দর প্রভাসের কাছে অপহরণ করা হয়েছিল।
৩৪) তার শিক্ষার পর, তিনি তার পিসতুতো ভাইদের বনবাসের সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি "জতুগৃহে"- এ তাদের উদ্ধারে এসেছিলেন এবং পরে তার পিসতুতো ভাইয়েরা দ্রৌপদীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই ঘটনায় তার ভূমিকা ছিল অপরিসীম।
(কুন্তী জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন যদুবংশীয় রাজা শুরের কন্যা ও কৃষ্ণের পিতা বাসুদেবের বোন। তার প্রকৃত নাম - পৃথা। রাজা কুন্তীভোজের পালক কন্যা হবার সুবাদে তার নাম হয় কুন্তী।)
৩৫) তারপর তিনি তার পিসতুতো ভাইদের ইন্দ্রপ্রস্থ এবং তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিলেন।
৩৬) তিনি দ্রৌপদীকে বিব্রতকর অবস্থা থেকে রক্ষা করেছিলেন।
৩৭) তিনি তার পিসতুতো ভাইদের নির্বাসনে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।
৩৮) তিনি তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাদের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়ী করেছিলেন।
৩৯) তিনি তার লালিত শহর দ্বারকাকে ভেসে যেতে দেখেছেন।
৪০) কাছের জঙ্গলে তাকে জরা নামের এক শিকারী ব্যাধ হত্যা করেছিল।
৪১) তিনি কখনও কোন অলৌকিক কাজ করেননি। তার জীবন সফল ছিল না। সারা জীবনে এমন একটি মুহূর্তও আসেনি যখন তিনি শান্তিতে ছিলেন। প্রতিটি মোড়ে, তার চ্যালেঞ্জ ছিল এবং আরও বড় চ্যালেঞ্জ ছিল।
৪২) তিনি দায়িত্ববোধের সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেকের মুখোমুখি হয়েছেন এবং তবুও অসংলগ্ন ছিলেন।

৪৩) তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি অতীত ও ভবিষ্যৎ জানতেন; তবুও তিনি সবসময় সেই বর্তমান মুহূর্তে বেঁচে ছিলেন।
৪৪) তিনি এবং তাঁর জীবন সত্যই প্রতিটি মানুষের জন্য একটি উদাহরণ।টি উদাহরণ।

Published on: Jun, 27 2025 18:08